দৈনিক ইত্তেফাক

৭/১১/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ধামরাইয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ শিক্ষক স্বল্পতা ও স্থানাভাবই প্রধান সমস্যা

তুহিন খান, সাভার সংবাদদাতা ॥ ধামরাই উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক হালচাল মোটামুটি সন্তোষজনক হইলেও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, ক্লাসরুম ও শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠগ্রহণ ব্যাহত হইতেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, উপজেলার ৫-হইতে ১০ বৎসর বয়সী ৫০ সহস্রাধিক শিশুর শতকরা ৮৫ ভাগ বিদ্যালয়ে যায়। বিদ্যালয়ে ভর্তির পর শিক্ষা গ্রহণ হইতে ঝরিয়া পড়া শিশুর সংখ্যা উল্লেখ করার মত নহে। সূত্র মতে, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের গড় উপস্থিতির হার ৮৫ ভাগ। ধামরাই উপজেলায় ১৩৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি বেসরকারী (আন রেজিঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ১৫টি মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৭টি স্বল্পব্যয়ী ও ১৪৫ টি এনজিও বিদ্যালয় রহিয়াছে। এইসব বিদ্যালয়ে প্রায় ৪১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করিতেছে। শুধু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। ১৩৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। ইহাছাড়াও সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য মঞ্জুরীকৃত সহকারী শিক্ষকের পদ ৫৪৮ টি হইলেও কর্মরত আছেন ৫৩০ জন শিক্ষক। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সহকারী (১৪শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ধামরাইয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে মোট ১৮টি। ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ১৮টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় বেশ কিছু বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। ধামরাই উপজেলায় সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য মিলাইয়া সর্বমোট ৩৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৬টি সরকারী, ১৬টি বেসরকারী বিদ্যালয়ের পাকা ভবন ও ২৪টির আধা পাকা ভবন এবং ২৬টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণাধীন রহিয়াছে। বাকী সরকারী, বেসরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভবনের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ কাচা ঘরের অবস্থা সুষ্ঠু পাঠ গ্রহণের উপযোগী নহে। অপরদিকে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে উপবৃত্তি চালু রহিয়াছে বলিয়া উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়। ইহার ফলে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী প্রতি মাসে ২৫ টাকা হারে বৃত্তি পাইয়া থাকে। ইহাছাড়াও বালিয়া, গাঙ্গুটিয়া ও কালিয়া এলাকায় ৭ হাজার ২ শত ৭২ জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সুবিধা পাইতেছে। ইহার ফলে প্রায় ৩ হাজার দরিদ্র পরিবার উপকৃত হইতেছে।

হাতুড়ে ডাক্তারদের রমরমা ব্যবসা

ধামরাই উপজেলায় একশ্রেণীর হাতুড়ে ডাক্তার চিকিৎসার নামে প্রতারণার মাধ্যমে রমরমা ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। তাহারা প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নিকট হইতে প্রচুর টাকা পয়সা হাতাইয়া নিতেছে। অথচ এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য বিভাগ রহস্যজনকভাবে নীরবতা পালন করিয়া চলিতেছে। এই উপজেলার হাতুড়ে ডাক্তাররা চাতুরির আশ্রয় নিয়া রাতারাতি ডাক্তারী সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া চিকিৎসার নামে মানুষকে ফাঁদে ফেলিয়া হাজার হাজার টাকা হাতাইয়া নিতেছে। একই সঙ্গে তাহাদের অনভিজ্ঞতার কারণে তাহাদের দেওয়া ঔষধ সেবন করিয়াও অনেকে মৃত্যুর মুখে পতিত হইতেছে।

ধামরাই সদর হইতে শুরু করিয়া এমন কোন ইউনিয়ন বা হাটবাজার নাই যে, হাতুড়ে ডাক্তারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, ডেন্টাল এমন কোন বিভাগ নাই যে স্থানে প্রতারণা হইতেছে না। এক সময় চিকিৎসার ক্ষেত্রে কবিরাজী ব্যবস্থা এই ধামরাই থানায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু আজ এই চিকিৎসা ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এই সুযোগে একশ্রেণীর ডিগ্রীহীন এবং অর্থলোভী লোক নিজেকে হেকিম, কবিরাজ পরিচয় দিয়া সাধারণ মানুষের সহিত প্রতারণা করিয়া আসিতেছে। এমন কোন রোগ নাই যে যাহার ঔষধ এই হাতুড়ে ডাক্তার বা কবিরাজদের নিকট পাওয়া যায় না। অনেক সময় ষ্ট্যাম্পে লিখিত চুক্তিতে সব সমস্যার সমাধান করা হইবে বলিয়া এইসব প্রতারকচক্র গ্রামের সরল-সহজ লোকজনের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া থাকে। আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাইয়া এইসব চিকিৎসক দাপটের সহিত তাহাদের ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। অনেক হাতুড়ে ডাক্তার মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধও বিক্রয় করিতেছে দেদারছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা

ধামরাই উপজেলা একটি উন্নয়ন বঞ্চিত অবহেলিত জনপদ। স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলেও ধামরাই উপজেলায় উন্নয়নের তেমন কোন ছোঁয়া এখনও লাগে নাই। শিল্প বিনিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অভাবে এখানে উল্লেখ করার মতো তেমন কোন শিল্প কারখানাও গড়িয়া উঠে নাই।

এই উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা সবচাইতে করুণ। অতি সাম্প্রতিককালে প্রায় ১২ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হইলেও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। সরকারী হিসাব অনুযায়ী উপজেলায় মাত্র ১৩০ কিলোমিটার কাঁচা থাকিলেও অধিকাংশ বেহাল রাস্তার অবস্থা। সেগুলি বৃষ্টিতে চলাচলের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। প্রায় সকল ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং ১০টি ইউনিয়নের উপজেলা সদরের সহিত সরাসরি যোগাযোগের সড়ক নাই বলিলেই চলে। বর্ষাকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন যোগাযোগের একমাত্র বাহন হয় নৌকা। পাঁচটি ইউনিয়ন বর্ষার পানিতে ডুবিয়া যায়। নৌকা ছাড়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলাচলের কোন উপায় থাকে না। ফলে মানুষকে বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ ও শিশুদের চরম দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। ধামরাই উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ মোশারফ হোসেনের সহিত কথা বলিলে তিনি জানান, গত ৫ বৎসরে প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ২৮ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৫টি বড় ব্রীজ, ৩০টি ফুট ব্রীজ, বক্স কালভার্ট ১০টি, অন্যান্য কালভার্ট ১৫টি নির্মিত হইয়াছে।